দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 13 SEP 1998
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৮

'অগ্রণী চট্টগ্রাম' ব্যতিক্রমী এক অক্ষরজ্ঞান আন্দোলন

বুড়াকালে লেহাপড়া শিখনর মজা আলাদা। এতদিন সংসারের বোঝা বইতে বইতে বয়স শেষ করি দিই, লেহাপড়া শিখিত না পারি। কিন্তু এহন সেই সুযোগ পওনে বেশি খুশি লাগের।

আবেগ মথিত এই উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করলেন ৪৬ বছর বয়স্ক আলী হোসেন। চট্টগ্রামের নব সাক্ষরতা অভিযান 'অগ্রণী-চট্টগ্রাম'-এর একজন শিক্ষার্থী তিনি। তাঁর সঙ্গে আলাপ ধলইর একটি কেন্দ্রে পাঠরত অবস্থায়।

কামালউদ্দিন পারভেজ

পেশায় কাঠুরে। ৪ ছেলে-মেয়ের পিতা। জীবনের সোনালি দিনগুলো জীবিকার সংগ্রামে শেষ করেছেন, এখন এসেছেন বর্ণছটায় জীবন আলোকিত করতে। আলী হোসেনের মতো সাজুরা খাতুন, মজুনা, উজানী, শেফালী, অঞ্জনা এবং নূরজাহানরাও অক্ষর আন্দোলন 'অগ্রণী চট্টগ্রাম'-এর আওতায় অক্ষর জ্ঞান লাভ করে নতুন সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছেন।

চট্টগ্রাম জেলার প্রত্যন্ত ১৪টি থানার ১শ' ৯৬টি ইউনিয়নের প্রায় সাড়ে ৩ লাখ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে অক্ষর জ্ঞান করাতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ বিশেষ প্রকল্প চালু হয় গত ৩ জুলাই '৯৮। চট্টগ্রামের সদ্য বিদায়ী জেলা প্রশাসক কে এম হাবিবউল্লাহ ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ প্রকল্প চালু করেন। টেস্ট কেস হিসাবে প্রকল্পের প্রথম কার্যক্রম চালু হয় হাটহাজারী থানার ধলই ইউনিয়নে। ৬ মাস মেয়াদী এ কোর্স ধলইয়ে সফল সমাপ্তি হলে পরবর্তীতে জেলার অন্যান্য এলাকায় একযোগে শুরু হবে।

তবে প্রকল্পটি জেলার শিক্ষায় অনগ্রসর ইউনিয়নসমূহে অগ্রাধিকারভিত্তিতে চালু হবে।

কৃষক-শ্রমিক, মুঠে-মজুর, দারিদ্র্যপীড়িত সংসারের গৃহবধূ, নিরক্ষর তরুণী-যুবতীসহ ১১ থেকে ৪৭ বছর বয়স পর্যন্ত যারা জীবিকার টানে লড়তে গিয়ে নিঃস্ব, শিক্ষার সৌম্য প্রাসাদ থেকে যোজন যোজন দূরে, তাদেরকেই সম্পৃক্ত করা হচ্ছে অগ্রণী চট্টগ্রামের পাঠ কার্যক্রমে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে হাটহাজারীর ধলই ইউনিয়নে ২ হাজার ৩০ জন অক্ষরজ্ঞানহীন নারী-পুরুষ পাঠ গ্রহণ করছেন। তাঁদের জন্য পাঠকেন্দ্র খোলা হয়েছে মোট ৬৬টি। এর মধ্যে পুরুষদের জন্য ২৫টি। বাকি ৪১টি কেন্দ্র হচ্ছে মহিলাদের জন্য।

প্রতিকেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা হচ্ছে ৩০ জন। তবে কেন্দ্রপ্রতি শিক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বেশি বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। তাদের মতে, নির্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত অনেকে পাঠ নিতে আসেন। কেন্দ্রপ্রতি শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন ১ জন। এ সব শিক্ষককে মাসিক ৫শ' টাকার ভাতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কারও ঘরের বারান্দা, কোথাও ক্লাবঘর বা সুবিধাজনক স্থানে অগ্রণী চট্টগ্রামের পাঠকক্ষ খোলা হয়েছে। এ সব কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিয়ে ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি করে কমিটি রয়েছে প্রতিকেন্দ্রে।

রয়েছে একটি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিও। এ ছাড়া কেন্দ্রসমূহকে বিভক্ত করা হয়েছে ৪টি জোনে। এসব জোন তত্ত্বাবধানে নিয়োজন করা হয়েছে ৪ জন সুপারভাইজার। তা ছাড়া প্রকল্পের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নে জেলা ও থানা প্রশাসনের কর্মকর্তারা আকস্মিক পরিদর্শনে যান। টিএনও জিষ্ণু রায় চৌধুরী নিয়মিত খোঁজখবর নেন এবং পরিদর্শন করে অগ্রণী চট্টগ্রামের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করছেন।

অগ্রণী চট্টগ্রামের পাঠদানের সময়ও ব্যতিক্রমী। মহিলাদের সাংসারিক কাজের অবসর সময়টি বিবেচনা করে এদের ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে দুপুরে। আর পুরুষরা পাঠ নেন রাত ৮টার পর। যখন তাদের জীবিকার হাড়ভাঙ্গা খাটুনির যবনিকা হয়। আর এ কারণে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও যেমন অগ্রগণ্য, তেমনি উপস্থিতির হারও সন্তোষজনক। সম্প্রতি ধলইর কয়েকটি পাঠকেন্দ্র সরেজমিনে ঘুরে তার সত্যতাও মিলেছে। এনায়েতপুর ও কাটিরহাট এলাকার বেশ কিছু পাঠকক্ষে উপস্থিতিরি হার ছিল ৯০ থেকে ৯৭ শতাংশ।

যা প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অনুসরণযোগ্য উদাহরণ। ক'জন কেন্দ্র-শিক্ষকের সঙ্গে আলাপকালে তাঁরা জানালেন, শিক্ষার্থীরা গত ২ মাসে পাঠ্যসূচীর ৩৫ শতাংশ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে অবশ্য পাঠ গ্রহণে মেয়েদের আগ্রহ বেশ লক্ষণীয়। তাদের উপস্থিতিতে যেমন সন্তোষজনক তেমনি পাঠ গ্রহণেও অত্যন্ত মনোযোগী। একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হচ্ছে, এখানকার মহিলা শিক্ষার্থীদের ৭৫ ভাগই হচ্ছেন গৃহবধূ।

থানা-প্রশাসন শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষার উপকরণ, বসার চাটাই, রাতে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লণ্ঠনসহ জ্বালানিসামগ্রী সরবরাহ করে। অবশ্য জেলা-প্রশাসন ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য ঘোষণা দিয়ে রেখেছে যে, ছাত্রছাত্রীদের মাঝে যারা কৃতিত্বের সঙ্গে কোর্স শেষ করবে তাদের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কার, পারিবারিক সচ্ছলতা আনয়নে প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মসূচীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণদান ও ঋণ প্রদান এবং মেয়েদের জন্য যথাসম্ভব চাকরির ব্যবস্থা করা হবে। ইতোমধ্যে ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

তা ছাড়া অগ্রণী চট্টগ্রামের উদ্বোধনী দিনে উপস্থিত হয়ে ঢাকাস্থ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিফতরের মহাপরিচালক খন্দকার শহীদুল ইসলাম শিক্ষার্থী এবং জেলা প্রশাসনকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান যে, ৬ মাসব্যাপী এই কোর্সের সফল সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীদের জন্য অধিদফতর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করবে।

আলাপ প্রসঙ্গে অনেক শিক্ষার্থীই অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেছেন, তাঁরা নতুন জীবনের আলো পেয়ে অত্যধিক খুশি। যেন নতুন স্বর্গ খুঁজে পেয়েছেন তাঁরা।

একটি মহিলা কেন্দ্রে পাঠ কার্যক্রম চলছে —জনকণ্ঠ